অন্যের পোস্ট করা মিথ্যা ও বিদ্বেষমূলক মেসেজ ফরোয়ার্ড করাও সমান অপরাধ

-

জয়ন্ত দেবনাথ

সোশ্যাল মিডিয়া নিয়ে মাদ্রাজ হাইকোর্টের ঐতিহাসিক রায়

আই টি অ্যাক্ট (ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যাক্ট-২০০৯) –এর ৬৬ এ ধারাকে পুজি করে এতদিন ধরে সোশ্যাল মিডিয়াতে যেকারোর বিরুদ্ধে যারা যা-খুশী লিখে মনের সাধ মিটিয়েছেন তারা এবার একটু সতর্ক হয়ে যান। মাদ্রাজ হাইকোর্ট গত ১০ মে এ মর্মে একটি জাজমেন্ট দিয়েছেন যে সোশ্যাল মিডিয়াতে অসত্য কিছু লিখে বা পোস্ট করে কোন ব্যাক্তি, সমাজ বা সমষ্টিকে হেয় প্রতিপন্ন করলে তার জন্য প্রচলিত আইনে সি আর পি সি –র ৫০৪, ৫০৫(১)(সি) ৫০৯- ইত্যাদি ধারাতে শাস্তি হতে পারে। শুধু তাই নয় , আমি লিখিনি, অন্যের "মেসেজ"-টি আমি শুধু ফেসবুক, ওয়াটস অ্যাপ কিংবা টুইটারে "রি-টুইট" বা "ফরোয়ার্ড" করেছি একথা বলেও কেউ এখন থেকে আর পার পাবেন না।

অসত্য কিছু নিজে লিখে সোশ্যাল মিডিয়াতে পোস্ট করলে আপনি যে অপরাধে অপরাধী সেই একই রকম অপরাধে অপরাধী হবেন কোন অসত্য মেসেজ ফরোয়ার্ড করার ক্ষেত্রেও। এক বিজেপি নেতাকে সম্প্রতি মাদ্রাজ হাইকোর্ট অন্যের লেখা মেসেজ ফেসবুকে ফরোয়ার্ড করার অপরাধে গ্রেপ্তার এড়াতে আগাম জামিন না মঞ্জুর করে এমন জাজমেন্ট দিয়েছেন। এস ভি শেখর নামে এই বিজেপি নেতা তার বন্ধুর পোস্ট করা একটি অসত্য ফেসবুক পোস্ট চেন্নাই-এ এক মহিলা সাংবাদিককে ফরোয়ার্ড করেছিলেন। এই পোস্টটি ছিল –

"Recently this disgusting fact has come out through complaints that women cannot become reporters or anchors unless they sleep with top bosses and with these faces they come out to ask questions to the Governors".

এই পোস্টটি নিয়ে দেশজুড়ে সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবী মহলে হৈ চৈ শুরু হলে পোস্টটিকে ফেসবুক থেকে মুছে ফেলা হয়। কিন্তু চেন্নাই-এর যে মহিলা সাংবাদিককে লক্ষ্য করে এই পোস্টটি দেওয়া হয়েছিল, চেন্নাই-এর গোটা সাংবাদিক মহল, চেন্নাই প্রেস ক্লাব থেকে শুরু করে ছোট বড় সব সংবাদপত্রের সম্পাদক ও সাংবাদিকরা এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। এনিয়ে রাজ্যের মহিলা সংগঠনগুলি

ও বুদ্ধিজীবী মহল বহু ধর্না, মিছিল সংগঠিত করে। এবং শেষ পর্যন্ত পুলিশ মামলা নেয়। কিন্তু তারপরও পুলিশ ওই অভিযুক্ত বিজেপি নেতাকে গ্রেপ্তার করছিল না । অভিযুক্ত আগাম জামিন চেয়ে মাদ্রাজ হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলে হাইকোর্ট তার জামিন মঞ্জুর না করে উল্টো পুলিসকে আইনি পদক্ষেপ গ্রহন করতে নির্দেশ দেয়।

সোশ্যাল মিডিয়াতে বিদ্বেষাত্মক অপপ্রচার রোধে পুলিশকে স্বাধীন ক্ষমতা দিয়ে ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যাক্ট-২০০০-কে ২০০৯ সালে সংশোধন করে তাতে ৬৬-এ ধারা যুক্ত করা হয়। কিন্তু পরবর্তীকালে সুপ্রিমকোর্ট এই ধারাটিকে একথা বলে বাতিল বলে ঘোষণা করে যে, এর ফলে সংবিধানে বর্ণিত ব্যাক্তির বাক স্বাধীনতার অধিকার ধারা ১৯ (১) লঙ্ঘিত হবে। এর পরই দেশজুড়ে পুলিশ ও তদন্তকারী সংস্থাগুলি ফেসবুক, টুইটার, ওয়াটস অ্যাপ ইত্যাদি সোশ্যাল মিডিয়াতে অশ্রাব্য ভাষা ব্যবহার করে অনৈতিক ছবি, ভিডিও পোস্ট ইত্যাদি দেওয়ার বিরুদ্ধে তদন্ত কার্যে অনেকটাই হাতে তুলে নেয়। কেউ কোথাও পুলিশে অভিযোগ দায়ের করলেও সর্বত্রই পুলিশকে পিছু হটতে হচ্ছিল সংশোধিত আই টি অ্যাক্ট ২০০৯-এর ৬৬ এ ধারাটিকে বাতিল করার কারণে। মোট কথায় আই টি অ্যাক্ট-এর এই ধারাটি বাতিলের পর পুলিশি তদন্ত কার্য অনেকটাই দুর্বল হয়ে পড়ে। সোশ্যাল মিডিয়ায় অপপ্রচার আরও বেড়ে যায়। উদ্ভুত পরিস্থিতি মোকাবেলায় সুপ্রিম কোর্ট এ সংক্রান্ত একাধিক মামলার রায় দিতে গিয়ে একাধিকবার সোশ্যাল মিডিয়াতে অনৈতিক প্রচারে লাগাম টানতে ভারত সরকারকে বিশেষ আইন তৈরির প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। একই সঙ্গে প্রচলিত ফৌজদারি আইন মোতাবেক পুলিশ ও তদন্তকারী সংস্থা গুলিকে তদন্ত কার্য চালিয়ে যেতে বলেন। কিন্তু বহুক্ষেত্রেই এনিয়ে রাজ্যে রাজ্যে পুলিশ প্রশাসনে যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত লোক বলের অভাবের পাশাপাশি সাইভার ল' জানা বিশেষজ্ঞের অপ্রতুলতার কারনে দেশ জুড়ে প্রযুক্তিকে নির্ভর করে সংগঠিত অপরাধ ক্রমেই বেড়ে চলেছে। দেশের বহু জায়গায় এক্ষনে কোম্পানি খোলেই এমর্মে ব্যবসা শুরু হয়ে গেছে যেখানে গিয়ে টাকা দিয়ে এলে আপনার পছন্দ মতো লোকের নামে আপনার পছন্দ মতো কুৎসামূলক লেখা, ছবি, অডিও, ভিডিও পোস্টিং করে দেওয়া হবে।

নির্বাচনের সময় নির্বাচন কমিশন এসব অনৈতিক ও বিদ্বেষমূলক প্রচারের ক্ষেত্রে কিছুটা কঠোরতা অবলম্বন করলেও অন্য সময় সারা বছরই সোশ্যাল মিডিয়াতে একে অন্যের বিরুদ্ধে প্রচার অপপ্রচার চলতেই থাকে। এমন সব বানানো তথ্য, ছবি সোশ্যাল মিডিয়াতে অনেক সময় পোস্ট করা হচ্ছে এর ফলে বহু ছেলে মেয়ের ভবিষ্যৎ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। বহুক্ষেত্রে বিয়ে সংসার পর্যন্ত ভেঙে যাচ্ছে। ত্রিপুরাতে এমন একাধিক সাংসারিক অশান্তির ঘটনা, এমনকি আত্মহত্যার মতো একাধিক ঘটনা ঘটে গেছে ফেসবুকের বিদ্বেষমূলক পোস্ট এর কারণে। পুলিশকে জানিয়েও কিছু হচ্ছে না। এমন কি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে মন্ত্রিসভার একাধিক মন্ত্রী, শীর্ষ আমলাদের সম্পর্কে পর্যন্ত ওয়েবসাইট, ফেসবুকে মিথ্যা অপপ্রচার হচ্ছে। পুলিশ চুপ বসে আছেন। একাধিক ক্ষেত্রে পুলিশকে জানিয়েও কোনো ফল হয়নি। তাই সাধারন মানুষ এসবের বিরুদ্ধে এখন পুলিশে দ্বারস্থ হতেও ইচ্ছুক

নয়। কিন্তু মাদ্রাজ হাইকোর্টের গত দশ মে'র ঐতিহাসিক জাজমেন্টের পর সম্ভবত একটা নয়া আশার আলো তৈরী করবে পুলিশ ও তদন্তকারী সংস্থা সহ সোশ্যাল মিডিয়ায় বদনামের শিকার সামাজিক মহলে। কেননা, মাদ্রাজ হাইকোর্টের ওই জাজমেন্টে স্পষ্টতই বলা হয়েছে–"Forwarded message is equal to accepting the message and endorsing the message."

মাদ্রাজ হাইকোর্টের ওই জাজমেন্টে আরও বলা হয়েছে–"What is said is important, but who has said it, is very important in a society because people respect persons for the social status....।

... Instead of being a role model to his followers he sets a wrong precedent. Daily we see young emotional boys getting arrested for doing this type of activities in social medias. Law is same to everyone and people should not loose faith in our judiciary. Mistakes and crimes are not same. Only children can make mistakes which can be pardoned, if the same is done by elderly people it becomes an offence...."

২৭ পাতার ওই জাজমেন্টে বিচারপতি এস রামাথিলাগম জে আরো বলেছেন যে–"Talking is different from typing. Typing becomes a document; one cannot go back saying that I have not done it. These messages are deleted and not erased. People should not go with a feeling that we can air anything and get away with a word sorry....।"

অর্থাৎ উপরিউক্ত জাজমেন্ট থেকে এটা পরিষ্কার যে সোশ্যাল মিডিয়াতে এখন থেকে কোন কিছু পোস্ট করলে বা কেউ অন্যের পোস্টকে ফরোয়ার্ড করতে হলে আগে তার সত্যাসত্য বিচার করে নিয়েই তা করতে হবে। অন্যথায় প্রচলিত ফৌজদারী দণ্ডবিধির ৫০৪, ৫০৫(১)(সি) ও ৫০৯ ধারাই আপনাকে জেলে ঢুকাতে যথেষ্ট। পুলিশকে যা করতে হবে তা হলো–যিনি পোষ্টটি করলেন বা যে ওয়েবসাইট বা সোশ্যাল মিডিয়াতে করলেন ওই পোষ্টটি যে তিনিই করেছেন এটা প্রমান করা। এক্ষেত্রে যারা বেনামী অ্যাকাউন্ট তৈরি করে এসব করছেন সেক্ষেত্রেও পুলিশ কোথায় থেকে কে এই অ্যাকাউন্টটি হ্যান্ডেল করছেন, কে বা কারা কোন কম্পিউটার থেকে অ্যাকাউন্টটি ওপেন করেছেন, ওই কম্পিউটারের আই পি এড্রেস ধরে অ্যাকাউন্ট হোল্ডারকে পাকড়াও করতে পারেন। এজন্য খুব বেশী বড় তথ্য প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ কিংবা সাইবার অপরাধ বিশেষজ্ঞ ইঞ্জিনীয়ার কিংবা বিজ্ঞানীর কাছে যেতে হবে না। রাজ্য স্তরেই এইধরনের প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ প্রচুর রয়েছেন। প্রয়োজনে পুলিশ এমন স্থানীয় বিশেষজ্ঞদের সাহায্য নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়াতে রাজ্যের মন্ত্রী আমলা থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে যে কোন অনৈতিক অপরাধ মূলক অপপ্রচার বন্ধে কার্যকরী পদক্ষেপ নিতে পারেন।

এক্ষেত্রে মাদ্রাজ হাইকোর্টের রায়টিকে সামনে রেখে কোথায় থেকে পুলিশ কিভাবে এধরনের ঘটনার তদন্ত কার্য শুরু করবে এসম্পর্কেও একটা ধারনা নিতে পারেন। তাছাড়াও আই টি অ্যাক্ট–২০০০ এবং পরবর্তী কালে ২০০৯–এ সংশোধিত আইন সম্পর্কে এবং বিভিন্ন হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টের যে একাধিক ডাইরেকশন বা নির্দেশাবলীগুলি রয়েছে রাজ্য পুলিশের ডি এস পি পর্যায়ের পুলিশ

অফিসারদের থেকে একটা অংশকে বাছাই করে তথ্য প্রযুক্তি বা সাইবার ক্রাইম সংক্রান্ত অপরাধমূলক ঘটনার তদন্তে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের জন্যে একটি টিম তৈরী করা উচিৎ। কেননা, আগামী দিনে সাইবার ক্রাইম সংক্রান্ত অপরাধের ঘটনা বাড়বে-বৈ কমবে না। আর তা শুধু বর্তমানে এটিএম থেকে অর্থ চুরি কিংবা সোশ্যাল মিডিয়াতে মিথ্যে পোষ্টের মামলাই নয়। আর্থিক লেনদেন থেকে শুরু করে সমাজের প্রতিটি স্তরে যেভাবে প্রযুক্তির ব্যবহার শুরু হয়েছে তার মোকাবেলা করতে হলে আগামী দিনে পরিবর্তিত সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পুলিশ প্রশাসনকেও একই রকম ভাবে প্রযুক্তি নির্ভর ও প্রশিক্ষিত করে গড়ে তোলতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকার ইতিমধ্যেই তথ্য প্রযুক্তি আইনের বিভিন্ন ধারা গুলিকে আরও একবার খাতিয়ে দেখে বেশকিছু নয়া বিধি নিষেধের কথা ভাবছেন। এনিয়ে গঠিত বিশেষজ্ঞ কমিটি ইতিমধ্যেই বেশ কিছু পরামর্শ দিয়েছেন। খুব শীঘ্রই সংসদে বিল পাশের পর নয়া বেশ কিছু বিধিনিষেধ সোশ্যাল মিডিয়ায় অপপ্রচার বন্ধে কঠোর পদক্ষেপ গৃহীত হবে। একই ধারায় রাজ্যের নয়া সরকারকেও তাই কিছু বাস্তব ভিত্তিক কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে। অন্যথায় সোশ্যাল মিডিয়ার অপপ্রচার, সাইবার ক্রাইম বাড়তেই থাকবে। দেশ এগিয়ে যাবে, আমাদের সেই আগের মতোই পিছিয়ে থাকতে হবে। (লেখক শ্রী জয়ন্ত দেবনাথ একজন সিনিয়র জার্নালিস্ট ও ত্রিপুরাইনফো ডটকম এর পরিচালন প্রধান)